৩. ইস্রায়েল বিষয়ক ভবিষ্যৎবাণী

বাইবেলের অধিকাংশ ভবিষ্যৎবণীই ঈশ্বরের লোক ও ঈশ্বরের দেশকে কেন্দ্র করে লেখা। এসব ভাবিষ্যৎবাণীর অনেকগুলো আজও পূর্ণ হচ্ছে। এটি আমাদের আত্মবিশ্বাস দেয় যে ঈশ্বর সত্যিই এই ভবিষ্যৎবানী গুলো অণুপ্রাণিত করেছেন এবং তিনি এখনো সক্রিয়ভাবে এই পৃথিবীতে কাজ করছেন।

মূল পাঠঃ যিহিষ্কেল ৩৭:১-১৪,২৪-২৮

"Dem bones, dem bones, dem dry bones. Hear the word of the Lord."

উপরের সুপরিচিত নিগ্রো গানের কথাগুলো যিহিষ্কেলের শুকনা হাড়ের উপত্যকা বিষয়ক দর্শনকে নির্দেশ করে। যীশুর জন্মের প্রায় ৫৯০ বছর পূর্বে যখন ইস্রায়েল ব্যবিলনে বন্দী অবস্থায় ছিল সেই সময় যিহিষ্কেল ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন। তিনি ইস্রায়েল সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যৎবানী করেছেন। এটি অন্যতম একটি স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বানী যার প্রতিটি অংশ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১. তালিকাবদ্ধভাবে দর্শনের ঘটনাটির একটি সারমর্ম তৈরী করুন।
২. ভবিষ্যৎবানীটির কোন কোন অংশগুলো পূর্ণ হয়েছে?
৩. ভবিষ্যৎবানীটির বাকী অংশগুলো কখন পূর্ণ হবে বলে আপনি আশা করেন?
৪. ঈশ্বর যখন বলেছে "আমার আত্মা আমি তোমাদের দেব এবং তোমরা জীবিত হবে" এর মানে তিনি কি বুঝিয়েছেন?
৫. যিহিষ্কেল ৩৭ঃ২৪-২৮ এবং লূক ১ঃ৩০-৩৩ এর মধ্যে কতগুলো সাধারন (একই রকম) ধারনা আপনি খুজে পান?

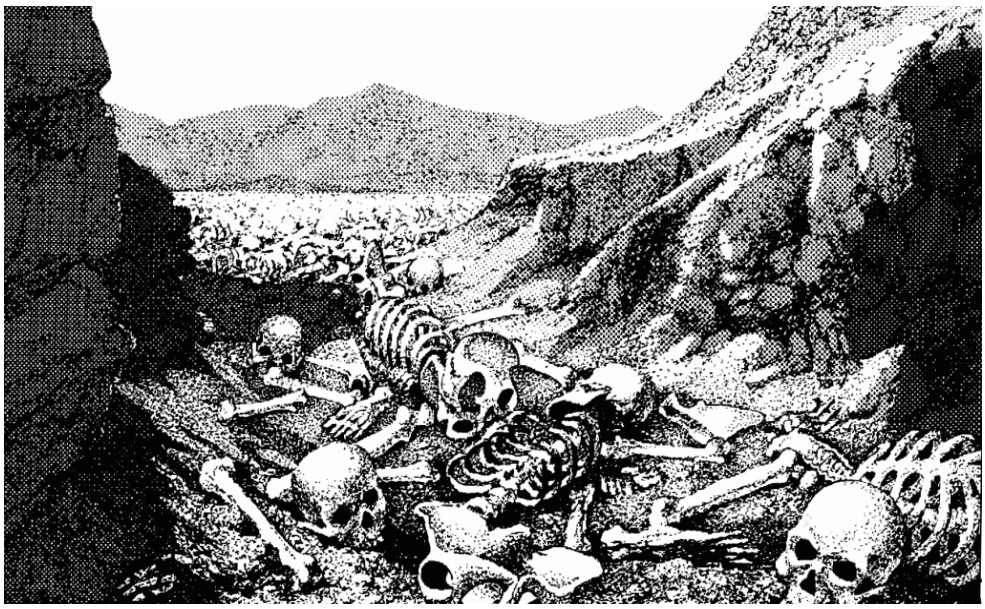

ইস্রায়েলের ইতিহাস	
খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০	যিহুদীদের পিতা, আব্রাহম
খ্রী.পূ. ১৪০০	ইস্রায়ে কনান দেশ আক্রমন করে দখল করে নেয় এবং জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
খ্রী.পূ. ১০০০	রাজা দায়ূদ
খ্রী.পূ. ৬০৫	যীহুদীদের ব্যবিলনে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়।
খ্রী.পূ. ৫৩৮	যীহুদীরা যেরুসালেম শহরে ফিসে এসে তা পুনর্নির্মান করে।
৭০ খ্রীষ্টাব্দ	রোমীয়রা যেরুশালেম দখল করে নেয় এবং যিহুদীরা সাড়া পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।
১৮৮২ খ্রী.	রাশিয়ানদের সংঘবদ্ধ নির্যাতনের ফলশ্রুতিতে যিহুদীদের অভিবাসনের প্রথম ঢল।
১৮৯৭ খ্রী.	সুইজারল্যান্ডের বাসেলে প্রথম যিহুদীদের (Zionist) সম্মেলন।
১৯০০ খ্রী.	তুর্কীরা অধীনে বেশ কিছু সংখ্যক যীহুদী প্যালেস্টাইনে (Palestine) বসবাস করতে শুরু করে।
১৯০৪ খ্রী.	যীহুদীদের অভিবাসনের দ্বিতীয় ঢল।
১৯১৭ খ্রী.	ব্রিটিশরা প্যালেস্টাইন দখল করে এবং যিহুদীরা সেখানে অভিবসন ও বসবাস করতে শুরু করে।
১৯৪৫-১৯৪৮ খ্রী.	২য় বিশ্বযুদ্ধের পর বেচে থাকা বহু যীহুদীরা প্যালেস্টাইনে অভিবাসন গ্রহন করে।
১৯৪৮ খ্রী.	ইস্রায়েল রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হয়।
১৯৪৮ খ্রী.	আরবের সাথে বহু যুদ্ধ; ইস্রায়েলের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে; প্রচুর যিহুদী অভিবাসন গ্রহন করে।
১৯৯৪ খ্রী.	প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রের সাথে শান্তি চুক্তির প্রচেষ্টা।

ইস্রায়েল সম্পর্কে কিছু ভবিষ্যদ্বানী

১. ইস্রায়েলের রাষ্ট্রীয় জন্ম ঈশ্বর কর্তৃক অব্রাহমের কাছে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়।
আদিপুস্তক ১৫ খীষ্ট্রপূর্ব ২০০০
অব্রাহমের বংশধরের দ্বার এই ভবিষ্যৎবাণী পূর্নতা লাভ করে।

২. ইস্রায়েলের অবাধ্যতা, ছড়িয়ে পড়া, উদ্ধার পাওয়া এবং পূনপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে মোশি কর্তৃক ভবিষ্যতবানী করা হয়।
দ্বিতীয় বিবরন ২৮ খীষ্ট্রপূর্ব ১৫০০
পরিপূর্ণতালাভ করে: ইস্রায়েল বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসে ২০শ (বিংশ) শতাব্দিতে। ১৯৪৮ সালে তাদের রাষ্ট্র পূনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. ইস্রায়েল ঈশ্বরের অস্তিত্বের চলমান স্বাক্ষি দেয়
যিশাইয় ৪৩ঃ১-২, ১০-১২ খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০

৪. যদিও ইস্রায়েল সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পরে, ইস্রায়েল সংরক্ষিত হবে।
যিরমিয় ৩০ঃ১০-১১, ৩১ঃ১০ খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০
পরিপূর্ণতালাভ করে: স্প্যানীশাদের দমন প্রচেষ্ট, রাশিয়ানদের সংঘবদ্ধ নির্যাতন, নাৎসী হত্যাযজ্ঞ এবং যীহুদীদের পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলবার এমন আরো অনেক প্রচেষ্ট স্বত্ত্বেও তারা আজ টিকে আছে। ইতিহাসের সমস্ত সময় জুড়ে ঈশ্বর তার জনগনের একটা অংশকে টিকিয়ে রেখেছেন।

৫. তারা তাদের দেশে ফিরে আসবে এবং যেরুশালেমের শাসনভার ফিরে পারে।
লূক ২১ঃ২৬-৩১ ৩০ খ্রিষ্টাব্দ
পরিপূর্ণতালাভ করে: ইস্রায়েল জাতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৪৮ সালে, এবং ১৯৬৭ সালে তারা জেরুশালেম পূর্নদখল করে ও শাসনভার ফিরে পায়।

ইস্রায়েলের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

ইস্রায়েলের বিষয়ে বিপুল সংখ্যক ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে, তর মধ্যে যিহিষ্কেল ৩৭ অধ্যায়ের ভবিষ্যৎবানীটি কেবল মাত্র একটি ভবিষ্যৎবাণী। অন্য যে কোন জাতির চেয়ে ইস্রায়েলের বিষয় অনেক বেশি ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। আর এর একমাত্র কারন হল যিহুদীরা ঈশ্বরের মনোনিত বিশেষ জাতি। তাদের অধিকাংশ ইতিহাসই পূর্বে বলা হয়েছে। এমনকি বিংশ (২০শ) শতাব্দীতে ঘটা বিভিন্ন ঘটনাও ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে। ইস্রায়েলের জনগন এবং যিহুদীদের অস্তিত্ব এবং বাইবেলে বর্ণিত দেশে তাদের বসবাস করার ঘটনা প্রমান করে যে বাইবেল ঈশ্বর নিঃশ্বসিত ও অনুপ্রাণীত।

নবী ও ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তার উদ্দেশ্য বার বার পুনরাবৃত্তি করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ইস্রায়েলীদের বিশ্বস্ত পিতৃপুরুষদের কাছে করা প্রতিজ্ঞার কথা তিনি মনে রাখবেন (দেখুন: যিরমির ৩০ঃ৩; যিহিষ্কেল ৩৬ঃ২২-২৪)। ঈশ্বর বলেছেন তাদের সমস্ত মন্দতা স্বত্তেও পরিশেষে তিনি তাদেরকে তাদেরকে নিজেদের দেশে ফিরিয়ে আনবেন।

মধ্যপ্রাচের পরিস্থিতি বেশ জটিল করন যিহুদী এবং আরব উভয় জাতিই সেখানে বহু বছর ব্যায় করেছে, তারা উভয়ই অব্রাহমের বংশধর এবং দুটি জাতিই ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পেয়েছে। তবে ঈশ্বর এটি পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছেন যে, ইস্রায়েল দেশটি যিহুদীদের অধিকারভুক্ত (উদাহরন হিসেবে ওবাদিয়ের পুস্তক দেখুন)।

মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য মানুষের যত প্রচেষ্টাই চালাক না কেন তা আজ অথবা কাল ব্যার্থ হবেই। এই অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের একটি প্রধান অন্তরায় হল জেরুসালেম শহরটি। সখরিয় ভাববাদির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যেরুশালেম শহরকে বলেছেন:

> "আমি যেরুশালেমকে এমন একটা মদের পাত্র বানাব যা থেকে খেয়ে আশেপাশের সকল জাতি টলবে। টলবে . . . আমি তাকে সব জাতির জন্য একটা ভারি পাথরের মত করব। যারা সেই পাথরকে উঠাতে চেষ্টা করবে তারা নিজেরাই আঘাত পারে।" সখরিয় ১২ঃ২-৩

চিন্তার উদ্দীপক

১. যিহিষ্কেল ৩৬: ১৬-১৮ পড়ুন।
   ক. এই ভবিষ্যৎবাণীর যে অংশগুলো পূর্ন হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরী করুন।
   খ. যে ভাববানীর যে অংশগুলো এখনো পূর্ন হয়নি তার একটি তালিকা তৈরী করুন।
   গ. আপনার তালিকাদুটির সাথে যিহিষ্কেল ৩৭ অধ্যায়ের শুকনা হাড়ের উপত্যক্যা বিষয়ক ভবিষ্যৎবাণীর কতটুকু মিল রয়েছে?

২. এখানে ইস্রায়েল সম্পর্কিত আরো কিছু ভবিষ্যদ্বানী দেওয়া হল। ভেবে দেখুন এগুলো কি এখোনো পূর্নতা পেয়েছে কিনা। পূর্নতা না পেয়ে থাকলে, কখন তা পূর্ন হতে পারে?
   গীতসংহিতা ৮৩, সখরিয় ১৩: ৮-৯; ১৪:১-৫; যোয়েল ৩:১-১৭; লূক ২১:২০-২৪; মীখা ৪ঃ৯-১৩।

৩. যীশাইয় ৩: ২৩-২৫ পড়ুন। মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘমেয়াদি শান্তির বিষয়ে এখানে কি সম্ভবনার কথা বলা হয়েছে?

সহায়ক অনুসন্ধান

১. ১৯৬৭ সালে "ছয় দিনের যুদ্ধে" (Six Day War) কি ঘটেছিল তা খুজে বের করুন। ইস্রায়েল যখন যেরুশালেমকে পূণরায় দখল করে তখন কোন ভবিষ্যৎবানী পূর্ন হয়েছিল?

২. গীতসংহিতা ৮৩ অধ্যায়ে বেশকিছু জাতির/রাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যারা ইস্রায়েলকে ধ্বংস করতে চায়। একটি ম্যাপ এবং বাইবেলর অভিধান ব্যবহার করে এই স্থানগুলোর বর্তমানের নাম খুজে বের করুন। এটি সম্ভব যে এরা সেই জাতি যারা যীশু ফিরে আসবার আগে জেরুসালেমকে আবার আক্রমন করবে। সখরিয় ১৪ঃ১-৩ পদ দেখুন।

এবিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বইগুলো পড়ুন:

- *Israel: land and people of destiny* by John Collyer, (Christadelphian Office, 1988). A good summary of the history of Israel, the present situation and the destiny of both land and people.
- *Jews, Arabs, and Bible prophecy* by Harry Whittaker (Biblia, 2nd edition, 1991). An interesting look at many prophecies about Israel and suggestions about how they might be fulfilled.
- *Great news for the world* by Alan Hayward (published by Christadelphians Worldwide, 1976). Chapter 3 "Flight path for a nation".

আরো দেখুন:

২. বাইবেলে বিশ্বাস করার কারন
৩০. পুরাতন নিয়মে যীশুর বিষয়ক ভবিষ্যৎবাণী